সিএমএসএমই বিষয়ক উত্থাপিত প্রশ্নের সহজবোধ্য জবাব সম্বলিত উত্তরমালা
Frequently Asked Questions (FAQ)

১. সিএমএসএমই শব্দের মানে কি?

উত্তর ঃ সিএমএসএমই চারটি ইংরেজী শব্দের প্রথম অক্ষর। সি হচ্ছে 'কটেজ', এম হচ্ছে 'মাইক্রো', এস হচ্ছে 'স্মল' এবং এম হচ্ছে 'মিডিয়াম' এবং 'ই' তে এন্টারপ্রাইজ অর্থাৎ শিল্প, সেবা বা ব্যবায়িক উদ্যোগ বুঝায়। কাজেই সিএমএসএমই হলো কটেজ, মাইক্রো, স্মল ও মিডিয়াম খাতে গৃহীত উদ্যোগ।

২. কটেজ, মাইক্রো, স্মল ও মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ কিভাবে চিহ্নিত করা হয়?

উত্তরঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প নীতি-২০১৬ এ প্রদত্ত সংজ্ঞার আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক এর এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্ট এর ইস্যুকৃত সার্কুলার এর নির্দেশানুযায়ী বাংলাদেশের সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুসরণের জন্য কটেজ, মাইক্রো, স্মল ও মিডিয়াম শিল্প/উদ্যোগ এর সংজ্ঞা নিম্ন বর্ণিতভাবে নির্ধারণ করা হয়েছেঃ-

কুটির শিল্প/উদ্যোগ

- "কুটির শিল্প/উদ্যোগ"(Cottage Industry/Enterprise) বলতে পরিবারের সদস্যদের প্রাধান্য বিশিষ্ট সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকার নিচে এবং পারিবারিক সদস্য সমন্বয়ে সর্বোচ্চ জনবল ১৫এর বেশী নয়।
- কোনো একটি মানদন্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকান্ড কুটির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদন্ডে সেটি মাইক্রোশিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকান্ডটি মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।
- কুটির শিল্প খাতের একজন গ্রাহক সর্বোচ্চ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।

মাইক্রো শিল্প/উদ্যোগ

- "মাইক্রো শিল্প/উদ্যোগ"(Micro Industry/Enterprise) বলতে এমন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৬-৩০ জন বা তার চেয়ে কম সংখ্যক শ্রমিক কাজ করেন।
- সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে "মাইক্রো শিল্প/উদ্যোগ" বলতে এমন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকা এর কম কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ জনবল ১৫এর বেশী নয় ।
- ব্যবসার ক্ষেত্রে "মাইক্রো শিল্প /উদ্যোগ" বলতে এমন প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকা এর কম কিংবা যেসব প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ১৫ জন শ্রমিক কাজ করেন কিংবা যেসব প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভার সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা ।
- কোনো একটি মানদন্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকান্ড মাইক্রো শিল্পের/উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদন্ডে সেটি ক্ষুদ্র শিল্পের/উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকান্ডটি ক্ষুদ্র শিল্প/উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।
- ম্যানুফ্যাকচারিং খাতভুক্ত মাইক্রো শিল্পের একজন গ্রাহক সর্বোচ্চ ১ (এক) কোটি টাকা এবং সেবা ও ব্যবসা খাতভুক্ত মাইক্রো শিল্পের একজন গ্রাহক সর্বোচ্চ ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।

ক্ষুদ্র শিল্প/উদ্যোগ

- ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র "শিল্প/উদ্যোগ"(Small Industry/Enterprise) বলতে এমন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৭৫ লক্ষ টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৩১-১২০ জন শ্রমিক কাজ করেন।
- ব্যবসা ও সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে "ক্ষুদ্র শিল্প/উদ্যোগ" বলতে এমন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমিএবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৬-৫০ জন শ্রমিক কাজ করেন।

- ব্যবসা শিল্পের ক্ষেত্রে "ক্ষুদ্র শিল্প/উদ্যোগ" বলতে এমন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি টাকা কিংবা প্রতিষ্ঠানে ১৬-৫০ জন শ্রমিক কাজ করেন কিংবা যেসব প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভার ১ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ১২ কোটি টাকার বেশী নয় ।
- কোনো একটি মানদন্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকান্ড ক্ষুদ্র শিল্পের/উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদন্ডেসেটি মাঝারি শিল্পের/উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকান্ডটি মাঝারি শিল্পের/উদ্যোগের অন্তর্ভুক্তবলে বিবেচিত হবে।
- ম্যানুফ্যাকচারিং খাতভুক্ত ক্ষুদ্র শিল্পের একজন গ্রাহক সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) কোটি টাকা এবং সেবা ও ব্যবসা খাতভুক্ত ক্ষুদ্র শিল্পের একজন গ্রাহক সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।

মাঝারি শিল্প/উদ্যোগ

- ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে "মাঝারি শিল্প/উদ্যোগ"(Medium Industry/Enterprise) বলতে এমন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১৫ কোটি টাকার অধিক এবং ৫০ কোটি টাকার মধ্যে কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১২১-৩০০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। তবে তৈরী পোষাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মাঝারি শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা হবে সর্বোচ্চ ১০০০ জন।
- সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে "মাঝারি শিল্প/উদ্যোগ" বলতে এমন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ২ কোটি টাকা থেকে ৩০ কোটি টাকা পর্যন্ত কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৫১-১২০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।
- ম্যানুফ্যাকচারিং খাতভুক্ত মাঝারি শিল্পের একজন গ্রাহক সর্বোচ্চ ৭৫ (পঁচাত্তর) কোটি টাকা এবং সেবা খাতভুক্ত মাঝারি শিল্পের একজন গ্রাহক সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।

৩. সিএমএসএমই ঋণ কি?

উপরিউক্ত ২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কিংবা ভবিষ্যতে সংশোধিত/পরিবর্তিত কটেজ, মাইক্রো, স্মল এন্ড মিডিয়াম উদ্যোগে প্রদত্ত প্রাতিষ্ঠানিক/ব্যবসায়িক যে কোন ধরনের ঋণকে 'সিএমএসএমই ঋণ' হিসেবে গণ্য করা যায়।

৪. নারী উদ্যোক্তা কারা ?

উত্তর ঃ ব্যক্তি মালিকানাধীন বা প্রোপ্রাইটরি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারী বা প্রোপ্রাইটর কিংবা 'অংশীদারী প্রতিষ্ঠান' বা 'জয়েন্ট স্টক' কোম্পানীতে নিবন্ধিত প্রাইভেট কোম্পানীর পরিচালক বা শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে কমপক্ষে ৫১% (শতকরা একান্ন ভাগ) অংশের মালিক নারী হলে উক্ত প্রতিষ্ঠান নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে।

৫. নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে কোন বিশেষ ডেস্ক আছে কি?

বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল ডিপার্টমেন্টে নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সহায়ক সেবা প্রদান, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণ, প্রমোশনাল কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নসহ নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি মনিটরিং, মূল্যায়ন ও তদারকির লক্ষ্যে পৃথক নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে।

৬. আমি একজন নারী উদ্যোক্তা। ব্যবসা শুরুতে একজন নারী উদ্যোক্তা হিসেবে আমাকে কি করতে হবে?

- ❖ আপনি ব্যবসা করবেন এ বিষয়ে প্রথমেই আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং অবকাঠামো (পরিবহন, পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি) সুবিধাদি বিবেচনায় নিয়ে আপনার জন্য উপযুক্ত ব্যবসায়িক স্থান নির্বাচন করতে হবে;
- ❖ ব্যবসার পণ্য/সেবা নির্বাচন করতে হবে;
- ❖ ব্যবসার সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে;
- ❖ পণ্যের বাজারজাতকরণের কৌশল নির্ধারণসহ উদ্যোগের পূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- ❖ ট্রেড লাইসেন্স করা।

৭. একজন নারী উদ্যোক্তা হিসেবে ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে আমাকে কি করতে হবে?

- যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ পেতে ইচ্ছুক সেই প্রতিষ্ঠানে উদ্যোগের/ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নামে চলতি হিসাব খোলা এবং লেনদেন পরিচালনা করা;
- সিএমএসএমই ঋণ আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ;
- আবেদনপত্রের সাথে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান যাচিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল;
- উদ্যোগের/প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের ও ঋণ চাহিদার সমন্বয়ে বাস্তবভিত্তিক ব্যবসায় পরিকল্পনা দাখিল;
- ব্যবসায়ের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব লিপিবদ্ধকরণ এবং পূর্বের ব্যাংক ঋণ (যদি থাকে) নিয়মিত পরিশোধ করা;
- ব্যবসায়ের গতি প্রকৃতি বিষয়ে ব্যাংক কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়।

৫. সিএমএসএমই ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার কত?

উত্তর ঃ এসএমই ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই সংশ্লিষ্ট খাত/উপখাতে ঋণের হার নির্ধারণন করবে; তবে সুদের হার সহনশীল মাত্রায় রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় নারী উদ্যোক্তা ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধীকে, কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা উন্নয়ন পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় নতুন উদ্যোক্তাদেরকে এবং মফস্বলভিত্তিক কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনে, জ্ঞান ও সৃজনশীল লেখনী প্রকাশ এবং বিপণনের ক্ষেত্রে মাইক্রো ও ক্ষুদ্র এন্টারপ্রাইজকে সর্বোচ্চ ৯% (ব্যাংক রেট + ৪%) সুদহারে ঋণ প্রদানের নির্দেশনা আছে।

৭. এসএমই ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কি কি জামানত প্রয়োজন?

উত্তর ঃ সিএমএসএমই ঋণের প্রসারে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় নারী উদ্যোক্তাগণ ব্যক্তিগত গ্যারান্টির বিপরীতে জামানত হিসেবে সর্বোচ্চ ২৫.০০ (পচিঁশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রদত্ত ঋণ সুবিধা সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে পেতে পারবেন। এছাড়াও "কটেজ, মাইক্রো, স্মল খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল" এর আওতায় নতুন উদ্যোক্তাগণ উদ্যোগের প্রকৃতি এবং উৎপাদিত পণ্য ও সেবার বাজার বিবেচনান্তে ব্যাংকার-কাস্টমার সম্পর্কের ভিত্তিতে সহায়ক জামানত বিহীন প্রয়োজনে ১০.০০(দশ) লক্ষ টাকার অধিক ঋণ পেতে পারেন। এছাড়া, এসএমই ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সাধারণত নিম্নোক্ত জামানতসমূহ প্রয়োজন হয়ঃ-

ক) হাইপোথিকেশন (মজুদ পণ্য, যন্ত্রাংশ ইত্যাদি)
খ) মর্টগেজ (স্থাবর সম্পত্তি সমূহ)
গ) ব্যক্তিগত জামানত
ঘ) গ্রুপ জামানত/ সামাজিক জামানত
ঙ) পোস্ট ডেটেড চেক

৮. এসএমই ঋণ প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে ব্যাংক/অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণত কি কি কাগজপত্র চেয়ে থাকে ?

- হালনাগাদট্রেড লাইসেন্স;
- জাতীয় পরিচয়পত্র
- ব্যাংক প্রতিবেদন (বিভিন্ন ব্যাংকের চাহিদা ভিন্ন);
- ব্যবসা নিজ জমিতে হলে তার দলিল, পর্চা ইত্যাদি এবং বিদুৎ/টেলিফোন বিলের কপি;
- দোকান/ঘর ভাড়া চুক্তিনামা;
- করদাতা সনাক্তকরণ সার্টিফিকেট (eTIN);
- মজুদ মাল ও তার বর্তমান মূল্যের তালিকা;
- ঋণের আবেদনকারী এবং গ্যারান্টার উভয়ের পাসপোর্ট সাইজ ছবি এবং গ্যারান্টার ব্যবসায়ী হলে তার ট্রেড লাইসেন্সের কপি ও পূরণকৃত CIB Inquiry Form ;
- চলমান ব্যবসা হলে বিগত ১-৩ বছরের বিক্রয় ও আর্থিক বিবরণী;
- প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন এবং মেমোরেন্ডাম অব আর্টিক্যালস;
- মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
- IRC ও IRE সার্টিফিকেট (আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসার ক্ষেত্রে)।

৯. এসএমই উদ্যোক্তারা কি কোন কর রেয়াত পাবে?

উত্তর ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প নীতি- ২০১৬ এ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বিদ্যমান কর সুবিধা অব্যাহত থাকার কথা বলা আছে। ২০১৩-১৪ সনের বাজেটে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য বার্ষিক টার্ণওভার অনধিক ৩০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

১০. নারী উদ্যোক্তাদের জন্য কি কি আর্থিক এবং অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হয়?

উত্তরঃ সিএমএসএমই খাতের নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে অধিক প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে ও ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা জারি করেছে। এর মধ্যে-

ক) পুনঃ অর্থায়ন স্কীমের সমুদয় অর্থের ন্যূনতম ১৫% নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

খ) পুনঃ অর্থায়ন স্কীমের আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যাংক রেট (বর্তমানে ৫%) + ৪% অর্থাৎ ৯% সুদ হার প্রযোজ্য।

গ) পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের বিপরীতে ঋণ গ্রহীতা নারী হলে বা ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নারী উদ্যোক্তা হলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জামানতের বিপরীতে সর্বোচ্চ ২৫.০০ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করতে পারে।

ঘ) অর্থায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয়ে স্থাপিত নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট ও নির্বাচিত শাখার মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তার জন্য বিশেষ পরামর্শ ও সেবা কেন্দ্র স্থাপনপূর্বক তাদের সাথে সেবা বান্ধব আচরণ নিশ্চিত করে থাকে । এছাড়াও, সকল শাখায় স্থাপিত "Women Entrepreneur Dedicated Desk" নারী উদ্যোক্তাগণকে যাবতীয় পরামর্শ ও ব্যবসা সহায়ক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে ।

ঙ) নারী উদ্যোক্তাদেরকে অধিকহারে উৎসাহিত করতে উদ্যোক্তার চলতি মূলধনের চাহিদা পূরণে চলমান ঋণ মঞ্জুর অব্যাহত রাখার এবং ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ০১ বছর মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ০৩ মাস এবং মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ০৩/০৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা হয়।

চ) বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের প্রতিটি শাখা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শাখার আওতাধীন এলাকায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) জন উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী নারী উদ্যোক্তা যারা ইতোপূর্বে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কোন প্রকার ঋণ গ্রহণ করেননি তাদেরকে খুঁজে বের করে তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি (Capacity Building) -র লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সর্বোপরি প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে প্রতি বছর ন্যূনতম ০১ জনকে কুটির, মাইক্রো অথবা ক্ষুদ্র খাতে ঋণ প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

১১. গ্রুপ ঋণ বলতে কি বুঝায়?

উত্তর ঃ গ্রুপভিত্তিক ঋণ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রযোজ্য। কোন একক নারী উদ্যোক্তা যদি এসএমই ঋণের সর্বনিম্ন সীমা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করতে অপারগ হন তবে কয়েকজন নারী উদ্যোক্তা মিলে গ্রুপ গঠনপূর্বক এসএমই ঋণের সর্বনিম্ন সীমা বা ততোধিক পরিমাণ এসএমই ঋণের জন্য ব্যাংকে আবেদন করলে এবং ব্যাংক কর্তৃক উক্ত ঋণ প্রদান করা হলে উক্ত ঋণকে গ্রুপ ঋণ বলে। এ জাতীয় গ্রুপ ঋণ বাংলাদেশ ব্যাংকে পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। গ্রুপের সদস্য সংখ্যা, গ্রুপভিত্তিক ঋণের পরিমাণ, ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ, দলিল সম্পাদন এবং ঋণের সদ্ব্যবহার সম্পর্কিত বিষয়াদি ঋণ প্রদান কারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানোর নিজস্ব বিধিবিধান ও ব্যাংকার - গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

১২. ক্লাস্টার ফাইন্যান্সিং কি?

উত্তর ঃ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ বিশেষ শিল্প গড়ে উঠেছে - যেমন : বগুড়ার লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, সিরাজগঞ্জের তাঁত শিল্প, জামালপুরের হস্ত ও কুটির শিল্প, সিলেটের মণিপুরী তাঁতশিল্প ইত্যাদি। কোন একটি এলাকায় একই ধরনের পণ্য উৎপাদনের জন্য বা পণ্য উৎপাদনে সহায়ক (সংযোগ শিল্প) একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে ঐ বিশেষ এলাকাসমূহকে এক একটি শিল্প ক্লাস্টার বলা হয়। এ ধরণের শিল্প ক্লাস্টারে এক বা একাধিক ব্যাংক কর্তৃক সমন্বিত অর্থায়ন ও পরামর্শ প্রদান কার্যক্রমকে ক্লাস্টার ফাইন্যান্সিং বলা হয়।

১৩. এসএমই ঋণের ক্ষেত্রে পুনঃঅর্থায়ন বলতে কি বুঝায়?

উত্তর ঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এসএমই খাতে গ্রাহকদের ঋণ প্রদানপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় উক্ত পরিমান ঋণ পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন করলে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উক্ত ঋণ অর্থায়নকৃত সময়ের জন্য প্রদান করা হলে তাকে এসএমই ঋণের পুনঃঅর্থায়ন বলা হয়। এসএমই খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ কর্তৃক বেশ কয়েকটি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম চালু করা হয়েছে। কয়েকটি স্কীমের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে বিশেষ সুদহার প্রযোজ্য হয়ে থাকে; যেমন: 'স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুন:অর্থায়ন স্কীম' এর আওতায় নারী উদ্যোক্তাদেরকে, কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা উন্নয়ন পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় নতুন উদ্যোক্তাদেরকে এবং 'কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম' এর আওতায় কৃষিভিত্তিক শিল্পে গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ১০% সুদে অর্থায়ন করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরবরাহকৃত তহবিলের উপর ব্যাংক হারে (বর্তমানে ৫%) সুদ চার্জ করা হয়ে থাকে।

১৪. এসএমই ঋণের জন্য আলাদা কোন শাখা আছে কি?

উত্তর ঃ এসএমই ও কৃষি খাতের উন্নয়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের শাখা খোলার অনুমতি প্রদানের সময় মফস্বল এলাকায় এসএমই ও কৃষি ঋণ শাখা খোলার ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করে থাকে। এসএমই ও কৃষি ঋণ গ্রাহকগণকে বিশেষ সেবা প্রদানের জন্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাংকসমূহের এসএমই ও কৃষি শাখা রয়েছে।

১৫. একজন এসএমই উদ্যোক্তার সাধারণ যোগ্যতাসমূহ কি কি?

উত্তরঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে অর্থায়ন পেতে হলে সাধারণত দুই বছরের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা, ট্রেড লাইসেন্স ও প্রযোজ্য জামানত থাকতে হয়। তবে উদ্যোগ গ্রহণকারী ব্যক্তির ব্যবসায়ীক জ্ঞান/প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান এবং প্রকল্পের সফলতার সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান একেবারে নতুন উদ্যোক্তাদেরও অর্থায়ন করে থাকে।

১৬. কনজ্যুমার ঋণ কি এসএমই ঋণ ?

উত্তর ঃ কনজ্যুমার ঋণ এসএমই ঋণ নয়। ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিগত ভোগের জন্য যে সকল ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে সে সকল ঋণকে কনজ্যুমার ঋণ বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়: ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাজে ব্যবহার্য জিনিসপত্র যেমন-গাড়ী, ফ্রিজ, টেলিভিশন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি কেনা ও ভোগ করার জন্য প্রদত্ত ঋণ কনজ্যুমার ঋণ হিসেবে গণ্য করা হবে। অপরদিকে এসএমই ঋণ কুটির,ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রদান করা হয়ে থাকে।

১৭. কৃষি ঋণ এবং সিএমএসএমই ঋণের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ কৃষি কার্যক্রম যথা-শস্য ও ফসল উৎপাদন, মৎস্য চাষ, প্রাণিসম্পদ পালন, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, বীজ উৎপাদন ও কৃষিপণ্য গুদামজাত ও বাজারজাতকরণের জন্য কৃষি ঋণ নীতিমালার আওতায় প্রদত্ত ঋণকে কৃষি ঋণ বলা হয়। অপরদিকে, কটেজ, মাইক্রো, স্মল ও মিডিয়াম খাতের উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উৎপাদনশীল শিল্প, বাণিজ্য ও সেবাভিত্তিক ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রদত্ত ঋণকে সিএমএসএমই ঋণ হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

১৮. বাংলাদেশ ব্যাংক হতে কি সিএমএসএমই ঋণ দেয়া হয়?

উত্তর ঃ সাধারণ জনগণের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে না এবং বাংলাদেশ ব্যাংক হতে এসএমই ঋণ বা অন্য কোন ধরণের ঋণ সরাসরি জনসাধারণকে প্রদান করা হয় না। তবে, পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের বিপরীতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়।

১৯. সিএমএসএমই ঋণের ব্যাপারে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকে কার সাথে যোগাযোগ করতে হবে?

উত্তর ঃ সিএমএসএমই ঋণসহ নারী উদ্যোক্তা সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে জানতে চাইলে যে কেউ ই-মেইলে (abu.kabir @bb.org.bd) অথবা ফোনে (+৮৮০-২-৯৫৩০৫৪৯) যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়াও সিএমএসএমই উদ্যোগ ও ঋণ বিষয়ক যে কোন পরামর্শের জন্য উদ্যোক্তাগণ এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্টে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। নারী উদ্যোক্তাগণকে বিশেষভাবে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য অত্র বিভাগে Women Entrepreneur Development Unit চালু রয়েছে এবং সিএমএসএমই ঋণ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকলে বাংলাদেশ ব্যাংকের অভিযোগ কেন্দ্রের ফোন নং ১৬২৩৬ অথবা ই-মেইল bb.cipc@bb.org.bd) যোগাযোগ করতে পারেন।